জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM -এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
প্রয়োজনে কথা বলুন ঃ 9883518633
Follow US on Subscribe US on www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 29 ❑ 05 Oct., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বৃদ্ধা মাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, অভিযুক্ত ধৃত

প্রতিনিধি ঃ বৃদ্ধা মাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মারধর করা হয়েছে নিহত বৃদ্ধার ছেলে, বৌমা ও স্বামীকেও। বুধবার রাত ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার মানিকহীরা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত বৃদ্ধার নাম কানন রায় (৬২)। পুলিশ বুধবার রাতেই অভিযুক্ত সমীর রায়কে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এ দিকে বৃদ্ধা খুনের পর উত্তেজিত বাসিন্দারা যুব তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নিরুপম রায়ের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। নিরুপমের পাল্টা অভিযোগ, বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার সকালে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে। আমার বাবা বিশ্বজিৎ রায়কে বাঁশ দিয়ে মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গিয়ে নিরুপমের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে। নিরুপমের বাবাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টহল চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কাননদেবীর মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছায়।

টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ সিএসপির আধিকারিকের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ গ্রাহকদের

প্রতিনিধি ঃ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের কর্তার বিরুদ্ধে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ উঠল। টাকা ফেরতের দাবিতে গ্রাহকেরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার আষাঢু বাজার এলাকায়। গ্রাহকেরা বেশকিছু সময় রাস্তা অবরোধ করে রাখে। গ্রাহকদের অভিযোগ, বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটাবেড়িয়া এলাকার সিএসপির আধিকারিক মনোজ বিশ্বাস বিভিন্ন সময় গ্রাহকদের একাউন্ট থেকে না জানিয়ে টাকা তুলে নিতেন। কারো থেকে ১.৫ লক্ষ আবার কারোর থেকে ৩ লক্ষ টাকা তুলে নেয়। গ্রাহকদের দাবি, এভাবে প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে বর্তমানে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত মনোজ বিশ্বাস। এ বিষয়ে ব্যাংকের তরফ থেকে কোন বক্তব্য না মিললেও আর এক সিএস পির মালিক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যাংকের তরফ থেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হয়েছে। যে গ্রাহকেরা প্রতারিত হয়েছেন, তারা উপযুক্ত নথি নিয়ে এলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে। অভিযুক্ত মনোজ বিশ্বাস পলাতক থাকায় তাকে খোঁজার জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রশাসনের দ্বারস্ত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

মিড-ডে মিলের আলু সবজি চুরির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ স্কুলের মিড ডে মিলের চাল সবজি চুরির অভিযোগ উঠল স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ মিড ডে মিলের আলু চুরি করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে হাতে নাতে ধরা পড়লেন শিক্ষক। তাকে স্কুলেই আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবকেরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার গাঁড়াপোতা কমলা পুর প্রাইমারি স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষক প্রণব দে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এ বছরে ডেঙ্গি আক্রান্ত ৫০৯ জন

ডেঙ্গু নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক জেলা পরিষদের সভাধিপতির

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ মহকুমা জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। এ বার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ডেঙ্গি প্রতিরোধে পদক্ষেপ শুরু করলেন। শনিবার সকালে বাগদা ব্লক অফিসে আসেন তিনি। প্রশাসনিক সমস্ত কর্তা ও ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত কর্তাদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বাগদার বিডিও, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। বাগদা ব্লকের ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বয়রা ও মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং বর্তমানে বাগদা ব্লকে ৮২ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী রয়েছে।

এই বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের ডেঙ্গি প্রতিরোধ করতে নিজেদেরকে বাড়তি তদারকি করতে নির্দেশ দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। ডেঙ্গি প্রতিরোধ করতে সমস্ত পঞ্চায়েতকে আরও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। নারায়ণবাবু বলেন," প্রতিটি সংসদ এলাকায় রোজ জমা জল সাফ করতে হবে। এই কাজ কেমন হচ্ছে তা দেখতে পঞ্চায়েত প্রধানকে হাজির থাকতে হবে। পাশাপাশি ডেঙ্গি নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে আরও বেশি করে মিছিল করতে হবে এলাকায়।"

সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, "ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে আমরা ব্লকে ব্লকে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছি। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে মনে করি।" এ দিন পরে তিনি বনগাঁ ব্লকেও একই বৈঠক করেন। বনগাঁ ব্লকে এ বছর ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৯ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ এর পরিচালনায় বৃত্তি পরীক্ষা

সায়ন ঘোষ : সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১৯৯২ সাল থেকে চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায়। ৩ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই পরীক্ষা।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রাজ্য জুড়ে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ২৮৫০টি কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯০০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। ৩ তারিখ ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। প্রথম দিনের পরীক্ষা সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার সূচি -৩ তারিখ বাংলা, ৪ তারিখ অংক,৫ তারিখ সমাজ বিজ্ঞান, ৬ তারিখ বিজ্ঞান ও ৭ তারিখ ইংরেজি। এই পরীক্ষায় কৃতীদের রাজ্যস্তরে ১২০০ টাকা ও জেলা স্তরে ৬০০ টাকা করে এককালীন বৃত্তি দেওয়া হবে।

বনগাঁ পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ৪৩৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। আজ অংক পরীক্ষা চলছে। প্রথমদিন ওই কেন্দ্রে অভিভাবকদের সঙ্গে পরীক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ গাইন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ আঞ্চলিক কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শ্রী অনাথবন্ধু ঘোষ, সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, শ্রী রমেশ চন্দ্র গোলদার, শ্রীমতী অরুনিমা সরকার, ভাস্কর মুখার্জি, অসিত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

তৃতীয় পাতায়...

পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে পোষ্ট অফিসে এজেন্টগন

নীরেশ ভৌমিক ঃ নিজেদের জীবন জীবিকার স্বার্থে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন ন্যাশনাল স্মল সেভিংস এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বিভিন্ন পোষ্ট অফিসের এজেন্টগণ। জাতির জনক মহাত্মা

গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন পোষ্ট অফিসের সামনে চলছে এই অবস্থান আন্দোলন। একই সাথে চলছে এজেন্টদের কর্মবিরতি। সেই সঙ্গে দেশের রাজধানি দিল্লীর যন্তর মন্তরে সারা ভারত স্মল সেভিংস এজেন্টগণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ও এজেন্ট বিরোধী নীতির প্রতিবাদে অবস্থান, ধরনা প্রতিবাদ, কর্মবিরতি ও আমরণ অনশনের কর্মসূচী নিয়েছে। চলবে ৬ অক্টোবর অবধি।

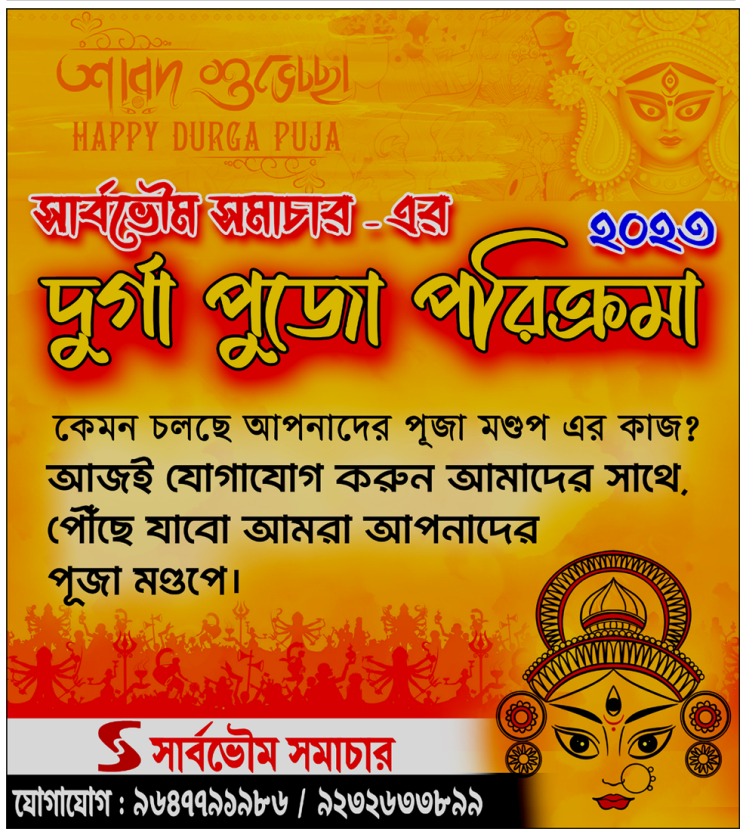

গত ৩ অক্টোবর সংগঠনের চাঁদপাড়া শাখার সদস্য এজেন্টগন পোষ্ট অফিসের সামনে অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন। সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্বে সুজিত হাজরা,জগবন্ধু সানা, অলক বসু প্রমুখের আহ্বানে এদিনের অবস্থান আন্দোলনে উপস্থিত হয়ে পোষ্টাল এজেন্টদের বিভিন্ন দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সিপিআই এমনেতা কপিল ঘোষ, শতদল দেব, শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস, প্রশান্ত দাস ও বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজচক্রবর্তী প্রমুখ। বক্তাগন এজেন্টদের বিভিন্ন পেশাগত সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে পোষ্ট অফিসের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প ও পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২৯ ❐ ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

গুগলের হাত ধরে অ্যান্ড্রয়েডের আধুনিকিকরণ

গত এক দশক ধরে অ্যান্ড্রয়েডের ব্যবহার বাড়ছে। একাধিক ব্রাণ্ড অ্যান্ড্রয়েডের উপর কাজ করছে। একের পর এক আপডেট আসছে। এবার অ্যান্ড্রয়েডের রিব্রাণ্ডিং করছে গুগল। ভিসুয়াল আইডেন্টিটি পরিবর্তন হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, ডায়নামিক অ্যান্ড্রয়েড রোবট ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা কোনও বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারবে। নতুন ভিসুয়াল এলিমেন্ট স্বয়ংক্রিয় অভিব্যক্তি, ব্যক্তিগত প্যাশন ও কনটেক্সকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। গুগলের সঙ্গে জোট বেঁধে এই কাজ করছে অ্যান্ড্রয়েড। গুগল অ্যাপের সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্ম ও পরিষেবা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এই যৌথ উদ্যোগের লোগো ঠিক করা হয়েছে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে। গুগলের লোগোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই লোগোয় থ্রিডি এফেক্ট আনা হয়েছে। এর নাম বাগড্রয়েড। অ্যান্ড্রয়েড কমিউনিটির জন্য যা অত্যন্ত কার্যকর হতে চলেছে। আগামী বছর অ্যান্ড্রয়েডের নতুন এই লোগো থ্রিডি রূপে ধরা দিতে পারে। অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলোতে এই ক্যাপিটাল এ লেখা লোগো দেখা যেতে পারে।

গঙ্গার ঘাট পুরোহিত কথা

নির্মল বিশ্বাস

কর্মব্যস্ত কলকাতা শহরে আঁধার পেরিয়ে দরজায় করাঘাত করে ঘোষণা করল রাতের শেষ প্রহর— আর তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় দিনের প্রথম পর্ব। ধরা যাক মহালয়ার দিনটির কথা। ওই দিনটি হচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে "তর্পণ" করার জন্য নির্দিষ্ট দিন। ওই দিনে এক বিশেষ মুহূর্তে পতিতপাবনী গঙ্গার প্রাত্যহিক সঙ্গী এই কর্মব্যস্ত মানুষগুলি। তাঁরা একে একে যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছেন ঘাটের দিকে। ঠিক এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় এই মানুষগুলির দিনলিপি। এই মানুষগুলিই হলেন আমাদের সকলের চির পরিচিত— ঘাটপাণ্ডা।

এই দিনটিতে গঙ্গার প্রতিটি ঘাটে ভিড় করেন কিছু মানুষ, ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে থেকেই। বাংলা ভাষায় ছোট পুস্তিকায় "নিত্যকর্ম পদ্ধতি" যে নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে, তাতে সামান্য একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই নিজে নিজেই এই কাজ সম্পন্ন করা যায়। আর এই বইটি মেলে ফুটপাথের বইয়ের দোকানে। দামও অতি সামান্য। কিন্তু এখানেই আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির অলসতা, দোনামোনা ভাব। তাই তখন প্রয়োজন হয় একজন সুদক্ষ ঘাটপাণ্ডা বা ঘাট পুরোহিতের। কোষাকুষি, তিল, হরিতকী সব কিছুই নিয়েই ওঁদের "তর্পণ প্যাকেজ"। শুধু ধুতির কোঁচায় ঠিকঠাক গিটি বেঁধে গঙ্গায় নেমে পড়লেই হলো। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করবেন।

সেই কোন ভোরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজনের জন্য ঘাটপাণ্ডা বা ঘাট পুরোহিত-এর কণ্ঠ ভেসে এলো। নিন, তৈরি তো ? আপনারা যাঁরা যাঁরা ব্রাহ্মণ— তাঁরা হস্ত-পদ প্রক্ষলন করে নিন। বামহস্তে বিশুদ্ধ গঙ্গাজল গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে নিয়ে বলুন, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। ওঁ তদ্দিষ্ণো পরমপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়। দিবীব চক্ষুরাততম্। কী হলো মশাই ? আপনি চুপ মেরে গেলেন কেন ? মনে হয় আপনি ব্রাহ্মণ নন। ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে বলুন, "নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু।" বলে তিনবার জল পান করে নিন। এবার তীর্থ আবাহন হবে। সকলে তৈরি তো ? এবার সকলে বলুন— ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করানি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি ভবন্ত্বিহ। শুনুন, এবার এক কোষ অঞ্জলিতে জল নিয়ে বলুন— বিষ্ণু বোম অমুক গোত্র (যাঁর যাঁর গোত্র বলুন), পিতা অমুক (যাঁর যাঁর পিতার নাম বলুন), তত্যপামেতং সতিলোকদকং তস্মৈ সদা। একটু জলদি জলদি করুন, দেখছেন না, পরের ব্যাচ অপেক্ষা করছে। এবার বলুন— ওঁ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। যান, হয়ে গেছে। এবার দক্ষিণাটা একে একে দিতে থাকুন। জনপ্রতি দুশো টাকা।

সারা বছর ধরে একই নিয়ম। যখন পৌষ-মাঘ মাস। তখন থেকেই সেই কাকভোরে কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে শরীরটাকে কোনওরকমে তৈরি হয়ে বসে পড়েন গঙ্গার ঘাটের পাশে। মূল উদ্দেশ্য পুণ্যলোভাতুর গঙ্গাস্নার্থীদের সাহায্য করতে। গঙ্গার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এঁদের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান। হ্যাঁ, কলকাতার জন-জীবনের ভূমিকালিপি তাঁদের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে ছোট একটি পোশাকি নাম— "ঘাটপাণ্ডা" বা "ঘাট পুরোহিত" আধো বাংলা, আধো হিন্দি ও পুরো ওড়িশি ভাষার টান। এদের কথাবার্তায় পরিস্কার বোঝা যায়, ওঁরা ওড়িশা বা উৎকল প্রদেশের লোক। ওই ভাষার টানে বাক্য বিনিময়— লেনদেন সবকিছুই।

চলবে...

গোবিন্দ দাসের পত্নী বিয়োগ

নীরেশ ভৌমিকঃ গাইঘাটার বেনীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা তুলসী দাস ঘোষ (৬৮) গত ১ অক্টোবর শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করেন। চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক, প্রয়াত মহেন্দ্র নাথ ঘোষ ও ঢাকুরিয়া ভারতী বিদ্যাপীঠ স্কুলের শিক্ষায়ত্রী কনিকা ঘোষ ছিলেন তুলসী দেবীর পিতা মাতা। স্বামী বর্ষিয়ান সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ গোবিন্দ দাস।

শিক্ষক পিতা মাতার সন্তান তুলসী দেবী লেখা পড়ার সাথে সাথে নিজেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত রাখতেন। এলেকার সকল মানুষের সাথে সাথে তাঁর ছিল নিকট সম্পর্ক। হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুদিন আগে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসায় সুস্থ্য হয়েও ওঠেন। কিন্তু গত রবিবার হঠাৎই তাঁর জীবনাবসান হয়। এদিকে গোবিন্দবাবুও হঠাৎই অসুস্থ্য হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হন। তুলসী দেবীর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

দিকে দিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গার উদ্যোগে, গত ১লা অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১১টা, ভারত সরকারের "সচ্ছতাই সেবা" প্রকল্পের অন্তর্গত " এক ঘণ্টা শ্রম দান" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গোবরডাঙ্গা গভর্নমেন্ট কলোনী নেতাজী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় ও তার সংলগ্ন চারিপাশ এই দিন পরিছন্ন করা হয়। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সচতনতার লক্ষ্যে "সচ্ছতাই সেবা" র গুরুত্ব বোঝানো হয়। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্যে জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন আদর্শ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন পলাশ মণ্ডল, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়নচন্দ্র পাল। পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশ নেয় দিব্যেন্দু মণ্ডল, সমরেশ মালিক, শোভন মণ্ডল, দেবার্ঘ পাইক, শর্মিষ্ঠা রায়, গৌতম চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা মুখার্জী, সুমন দাস সহ আরো অনেক সদস্য সদস্যা। পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন ভারত সরকারের "সচ্ছতাই সেবা" এর অর্থ সমগ্র ভারতকে পরিছন্ন করা, আমরা এই কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরে ধন্য।

নাবিক নাট্যম

সঞ্জিত সাহা ঃ স্বচ্ছতাই সেবা অভিযানে গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম। গত ১ অক্টোবর ২০২৩ গোবরডাঙ্গা নাট্যমের সমস্ত কুশিলবেরা মিলে স্বচ্ছতাই সেবা নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গোবরডাঙ্গার পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে যমুনা নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় তারা আবর্জনা পরিষ্কার করে, আবর্জনা মুক্ত ভারত করার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য তারা একটি পদযাত্রাও করে। গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যমের নাট্যনির্দেশক জীবন অধিকারী জানান, আমাদের পার্শ্ববর্তী পরিবেশ আমরা যদি নিজেরাই জঞ্জালমুক্ত এবং সুস্থ রাখতে পারি তাহলেই আমাদের ভারতবর্ষ সুস্থ থাকবে এবং আমরাও সুস্থ থাকতে পারবো। তিনি আরো বলেন, গান্ধীজীর জন্ম দিবসকে সামনে রেখে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জঞ্জাল মুক্ত ভারতবর্ষ। নাবিক নাট্যমের এই অভিযানের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এলাকারও বেশ কিছু মানুষ।

ইমন মাইম সেন্টার

সঞ্জিত সাহা ঃ ১ অক্টোবর রবিবার মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার পালন করল "স্বচ্ছতা হি সেবা" অভিযান। এদিন সকাল ১০টায় ইমনের বন্ধুরা মছলন্দপুর স্টেশন চত্বর এবং বিকেল ৪টায় মছলন্দপুর পদাতিক মঞ্চ ও তার আশপাশের অঞ্চল জুড়ে চালালো স্বচ্ছতা অভিযান। মছলন্দপুর স্টেশন চত্বরে এই অভিযানে ইমন মাইন সেন্টারের পাশে ছিলেন মছলন্দপুর স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট বিভূতি বিশ্বাস মহাশয়। স্বচ্ছতা অভিযান চালানোর জন্য বিভিন্ন আবশ্যকীয় পণ্য প্রদানের পাশাপাশি নিজেও এই অভিযানে সামিল হন। এদিন বিকেলে ইমনের বন্ধুরা মিলিত হন ইমনের নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত পদাতিক মঞ্চে, সকলে মিলে মঞ্চের আশপাশের এলাকা করে তোলেন আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন ইমনের কর্নধার ধীরাজ হাওলাদার। এছাড়াও ছিলেন ইমনের বন্ধুরা অনুপ মল্লিক, সায়ন প্রামাণিক, সুজিত বনিক, পূর্ণিমা দে, জয়ন্ত সাহা সহ আরো অনেকে।

ভ্রমণ ঃ রামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে আমরা

অজয় মজুমদার

পর্ব-৩

কোয়ালপাড়া ঃ বিকাল চারটা নাগাদ আমরা রওনা হলাম জয়রামবাটির উদ্দেশ্যে। রাস্তা খুবই সুন্দর। যেতে যেতে বেশ ভালো রকম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা ভাবছি ঠিকমত যেতে পারবো তো! আগে ঠিক হয়ে ছিল প্রথমে যাব জয়রামবাটি। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলো। আমরা আগেই চললাম কোয়ালপাড়া আশ্রমে। বেলা ৫টা নাগাদ আমরা কোয়ালপাড়া পৌঁছলাম। এই আশ্রামটি জয়রামবাটি থেকে ৭কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জয়রামবাটি থেকে মা সারদা যখন কলকাতায় দক্ষিণেশ্বর যেতেন তখন গোয়ালপাড়ায় বেশ খানিকটা বিশ্রাম করে আবার হাঁটতে শুরু করতেন। সেই সময় মায়ের অনেক ভক্ত এবং অনুগামী তৈরী হয়। তাঁরাই ১৯০৯ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই আশ্রমে মা সারদা মাঝে মাঝেই থাকতেন। মা যেখানে থাকতেন সেই ঘরের নাম জগদম্বা আশ্রম। বাইরের থেকে আগত ভক্তদের আশ্রয় পাওয়ার জন্য এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছিল। এই আশ্রমে দুজন মহারাজ রয়েছেন। এই আশ্রম যে শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তাই নয় ,এই আশ্রম অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত। এখানে ১. একটি অবৈতনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেখানে এলাকার দুস্থ মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। ২. মাঝে মাঝে মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। ৩. অবৈতনিক কোচিং সেন্টার থেকে ১৩০ জন ছাত্র চলতি বছরে শিক্ষা পরিষেবা পাচ্ছে। ৫.একটি ছোট্ট লাইব্রেরী আছে, সেখানে স্থানীয় দরিদ্র ছাত্ররা পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে থাকে। ৬.সামাজিক মঙ্গলজনক কাজ যেমন- দরিদ্রদের কাপড়, শীতের কম্বল, ছাত্রদের বই এবং শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ দান করা হয়। ৭. ধর্মীয় কাজ— প্রত্যেক দিন ধর্মীয় আলোচনা, রাম-নাম সংকীর্তন এবং ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়। ওখানকার মহারাজের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত কর্মকাণ্ডের খবর জানতে পারলাম। এবার এলো ঝেঁপে বৃষ্টি। হঠাৎ করে পাহাড়ী এলাকার মতো মুসলধারায় বৃষ্টি এলো। আমরা জুতো খুলে জগদম্বা আশ্রমে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি খরস্রোতা নদীর মতো জল এসে আমাদের চটিগুলি বড় ড্রেনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। জুতোগুলো বাঁশ দিয়ে তোলা হলো। বৃষ্টি একটু কমেছে। এই আশ্রম থাকায় এলাকায় সর্বদা শান্তি বিরাজ করছে। আশ্রমের দুর্গাপূজোর সব কাজই এলকার যুবক যুবতীরা করে থাকে। এবার আমরা চললাম জয়রামবাটি মায়ের বাড়িতে। আঁকা বাঁকা গ্রামের পথ ধরে আমরা চললাম। মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। অরণ্যের নিস্তব্ধতারও একটা ভাষা আছে। যে ভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫০ বছর আগে এই সব অঞ্চলে নিশ্চই বন্য জন্তুদের বসবাস ছিল। তখন সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া কতটা বিপদজনক ছিল ভাবলে শিহরিত হতে হয়'।

জয়রামবাটি ঃ কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জয়রামবাটি পৌঁছালাম। তখন সন্ধ্যা ছটা ও জয়রামবাটি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমা, কোতুলপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮৫৩ সালে জয়রামবাটি গ্রামে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্মিনী সারদা দেবীর জন্ম হয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনুগামীদের কাছে এই গ্রামটি তাই একটি প্রবিত্র তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা পায়। সারদা দেবীর বাসভবনটি, বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন অধিগ্রহন করেছে। আত্মীয়দের নিকট থেকে অতিরিক্ত জমিও মিশন অধিগ্রহন করেছিল বড় করে মিশন গড়বার জন্যে। বাসভবনটি একটি মঠে পরিণত হয়েছে। মঠটির নাম মাতৃমন্দির মঠ। জয়রামবাটির এই মঠের মধ্যে আছে মাতৃ মন্দির, মায়ের পুরাতন বাড়ি ও নতুন বাড়ি, পুণ্য পুকুর ও সুন্দর নারায়ণ ধর্ম পুকুরের মন্দির। মাতৃমন্দির মঠের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই স্থানেই সারদার জন্ম হয়। সারদা মায়ের আদি বাপের বাড়ি এই ভূমিখন্ডের ওপরেই ছিল। সেই বাড়িতে তিনি ন'বছর পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। এখানেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

স্বামী সারদানন্দ ১৯২৩ সালের ১৯ এপ্রিল মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে সেখানে মায়ের একটি তৈলচিত্র পূজা হত ও যে চিত্রটি সারদা মায়ের শিষ্য শ্রী ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় লন্ডন থেকে আঁকিয়ে এনেছিলেন। সারদা মা নিজেও সেই ছবিটি পূজা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫৪ সালে সারদা মায়ের জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সময় ছবির পরিবর্তে একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি স্থাপিত হয়। পূর্বের সেই ছবিটি বর্তমানে বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালায় রাখা আছে। মাতৃ মন্দিরের চূড়ায় বাংলায় মা শব্দটি লেখা আছে। সেখানেই একটি পতাকা সব সময় ওড়ে। মায়ের পুরাতন বাড়ি মাতৃ মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের ডানদিকে অবস্থিত। ১৯১৫ সালে পর্যন্ত প্রায় ৫২ বছর মা সারদা এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। এখানে তার অনেক গৃহী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভক্ত তার নিকট থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন। জয়রামবাটি গ্রামটি প্রধানত কৃষিভিত্তিক গ্রাম। গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে আমোদর নদ অবস্থিত।

বর্তমানে পূজিত শ্বেতপাথরের মূর্তিটির তলায় সারদা মায়ের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। মাতৃ মন্দিরের উল্টোদিকে একটি পুকুর আছে— এটি পুণ্য পুকুর নামে পরিচিত। ভক্তদের কাছে এটি পবিত্র পুকুর। এই পুকুর সারদা মা ব্যবহার করতেন। সারদা মা বেঁচে থাকতে এখানে জগদ্ধাত্রী পুজো হতো। এই পুজোটি শুরু করেছিলেন মা সারদার গর্ভধারিনী মা। পুণ্যি পুকুরের পাশের ঘরে সারদা মায়ের গৃহদেবতা সুন্দর নারায়ন ধর্ম ঠাকুর পূজিত হন। মা সারদার ছোটবেলার সঙ্গিনী ভানু-পিসির বাড়ি, সিংহবাহিনী মন্দির, যাত্রা শুদ্ধি রায় মন্দির বাড়ির যে পুকুর মায়ের ঘাট ও আমোদর নদ।

মায়ের মন্দিরের আরতি দেখে আমরা কামারপুকুর ফিরে এলাম। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজতে ভিজতে এবার রাতের খাবারের জন্য মিশনের ডাইনিং এ গেলাম। গেস্ট হাউসের আমাদের পাশের ঘরগুলির লোকেরা সব চলে গেছে। আমরাই একা। বিল্ডিংয়ের পেছনেই হালদার পুকুর, সেটা অন্তত ৫ বিঘা জমির ওপর হবে। রাতে একটু সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে মিষ্টির দোকান থেকে সাদা বোঁদে কিনলাম। এই বোঁদে এখানকার বিশেষ মিষ্টি। দামটাও বেশ চড়া। এই মিষ্টি ঠাকুর রামকৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিল। সকাল থেকেই বৃষ্টি আমাদের দলে সম্বল ওই একটাই ছাতা। সব কাজ শেষ করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। আরামবাগ পৌরসভার প্রবেশের পথে একটি চারমাথা রাস্তা আছে। সেখানে সিগন্যালিং আছে। বাম দিক দিয়ে রাস্তা গেছে আটপুর। আমরা ওখানেই যাচ্ছি।

সীমান্তে অস্ত্র পাচার রুখতে গুলি চালালো বিএসএফ

উদ্ধার ৪টি পিস্তল, ৮টি ম্যাগাজিন এবং ৫০টি গুলি

প্রতিনিধি ঃ সীমান্তে অস্ত্র পাচার রুখতে গুলি চালালো বিএসএফ। গুলির আওয়াজ শুনে পাচারকারীরা ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যেতে গেলে সেই ব্যাগের মধ্য থেকে ৪টি পিস্তল, ৮টি ম্যাগাজিন এবং ৫০টি গুলি উদ্ধার করল বিএসএফ। শনিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মধুপুর সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, চোরাকারবারীরা ভারত থেকে অস্ত্র বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মধুপুর সীমান্ত এলাকায় কর্তব্যরত ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা রাতে নজরদারি ক্যামেরায় বাংলাদেশের দিক থেকে ৩ জনকে আসতে দেখে জওয়ানেরা তাঁদের দাড়াতে বলে। বারণ না শুনে তাঁরা সীমান্তর দিকে এগোতে থাকলে জওয়ানেরা শূন্যে গুলি চালায়। গুলির আওয়াজ শুনে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ উদ্ধার করে বিএসএফ। তার মধ্যে পিস্তল গুলি ম্যাগাজিন ছিল। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র বাগদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনীর সার্থক প্রযোজনা ফেলে আসা মেগা হার্টজ

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতার মিনার্ভা ও মধ্যমগ্রামের নজরুল মঞ্চে গত ২ অক্টোবর গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে মঞ্চস্থ হয় ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির নতুন প্রযোজনা ভিন্ন ধারার নাটক ফেলে আসা মেগা হার্টজ। বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক ভাস্কর মুখ্যার্জীর নির্দেশনায় নাটকটি নাট্যামোদী দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়।

ভিন্ন আঙ্গিকে প্রস্তুত নাটকটিতে অতিতের রেডিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী। মশারি বিছানার মধ্যে থেকে অভিনয়, মঞ্চে স্নানের দৃশ্য, মুখ্যঅভিনেতা রাজু ধরের অনবদ্য অভিনয় এবং প্রবীণ অভিনেতা শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস ও গৌরাঙ্গ মণ্ডলের চরিত্রানুযায়ি অভিনয় এবং সেই সঙ্গে সংস্থার এক ঝাঁক তরুণ তরুনীর সাবলীল অভিনয় ও অতীত দিনের কিছু সংগীত নাটকটিকে দর্শক মণ্ডলীর মনোগ্রাহী করে তোলে তবে।

প্রেক্ষাগৃহের আলো, সাউন্ড ও এসি মেসিনের হওয়া নিয়ে নাট্যপরিচালক ভাস্কর বাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশিত এদিনের নাট্যনুষ্ঠানে ঠাকুরনগর চাঁদপাড়া, বনগাঁ ও হাবড়া, দত্তপুকুর প্রভৃতি এলেকা থেকে বেশকিছু নাট্যপ্রিয় মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সংস্থার সভাপতি জয়দেব হালদার ও সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস সকলকে স্বাগত জানান।

চাঁদপাড়ায় স্বর্ণশিল্পী সমিতির রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৭০ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই। মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়, তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান মহৎদান। এই আদর্শকে সামনে রেখে বিগত বৎসরের মতো এবারও স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির চাঁদপাড়া শাখা কমিটি।

গত ৩ অক্টোবর সকালে চাঁদপাড়া বাস স্ট্যান্ড পার্শ্বস্থ রক্তদান শিবির অঙ্গনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি বিনয় সিংহ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির বনগাঁ মহকুমা কমিটির সভাপতি কল্যান তারণ, কমিটির অন্যতম সদস্য নিমাই দেবনাথ, তারক বসু, সমরেশ কর্মকার, ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ প্রমুখ।

সমিতির চাঁদপাড়া শাখার সম্পাদক চন্দন দেবনাথ, সভাপতি দিলীপ চৌধুরী ও সহ সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা সকল বিশিষ্ট জনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের চাঁদপাড়া শাখা আয়োজিত রক্তদান উৎসবের মতো এমন মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

চাঁদপাড়া শাখা কমিটির সম্পাদক চন্দন বাবু জানান, এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৭০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে। স্থানীয় বকচরা গ্রামের ৬২ বৎসরের বাসন্তি দেবনাথ এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন, বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দারের স্বাস্থ্য কর্মীগন এদিনের শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমিতির সদস্য সহ সকল স্বেচ্ছারক্তদাতা গনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

দুর্নীতির মাথাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে চাঁদপাড়ায় পথসভা সিপিএম এর

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যে বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও তাদের মাথাদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে আগামী ৫ অক্টোবর সল্টলেকে এক কর্মসূচীর ডাকা দিয়েছে সিপি আই এম নেতৃবৃন্দ। এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে সিপি আই নেতা কর্মীগন রাজ্যের বিভিন্ন এলেকায় মিছিল মিটিং করে চলেছেন।

গত ২ অক্টোবর গাইঘাটার সিপিএম নেতৃত্ব চাঁদপাড়া বাজারের পথসভা করেন। এদিন মধ্যাহ্নে বাজারের পাটপটি মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সভায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব রমেন্দ্রনাথ আঢ্য এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষ, দলনেতা কপিল ঘোষ, দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব, দলনেতা চিত্ত বিশ্বাস, দিলীপ রায়, বাপ্পা চৌধুরী মহিলা নেত্রী রাখী ঘোষ, ছিলেন অরিন্দম রায়, সুশান্ত বিশ্বাস, তপন দে প্রমুখ। বক্তাগন নারদা, সারদা সহ রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর সাজা প্রদানের দাবি জানান।

সেই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ এদিন এলেকার বেহাল রাস্তাগুলি অবিলম্বে সংস্কার ও নির্মানেরও দাবি জানান। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও বিশিষ্ট সিপিআই এম নেতা শতদল দেব জানান, চাঁদপাড়া বাজার থেকে চাঁদপাড়া ষ্টেশন ও ঠাকুরনগর যাবার গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত রাস্তাটি যানবাহন সহ মানুষজনের যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বেহাল রাস্তায় মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ এই রাস্তা দিয়েই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ মানুষজনকে বিভিন্ন কার্যলয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয়। অথচ দীর্ঘদিন যাবৎ এই রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রায় রোজই পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা যাতায়াত করে থাকেন। অথচ কারো ভ্রুক্ষেপনেই। মানুষজন তাই বাধ্য হয়ে ঘুরপথে অন্য রাস্তা দিয়ে যাতাযাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির সংস্কার দাবি জানান সিপিএম নেতৃত্বদ।

এজেন্টগন

প্রথমপাতার পর...

উপস্থিত সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব সুজিত হাজরা ও জেলা নেতৃত্ব অলক বসু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পোষ্ট অফিসের বিভিন্ন পরিষেবাকে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা করছে। বিভিন্ন স্কিমে এজেন্ট কমিশন বন্ধ করে এজেন্ট ব্যবস্থাকে তুলে দিতে চাইছে। নেতৃবৃন্দ ডাক ঘরের স্বল্প সঞ্চয় পরিষেবাকে বাঁচিয়ে রেখে এজেন্ট কমিশন বৃদ্ধি করার দাবি জানান।

এদিনের অবস্থানে সংগঠনের মহিলা সদস্যা এজেন্টগনের মধ্যে ছিলেন জবা গাঙ্গুলী, রীতা দেবনাথ, সাথী কীর্তনায়া, সোমা হাজরা, ঝর্না সানা ও শ্রাবনী চক্রবর্তী প্রমুখ। সকলেই এজেন্টদের অসংগঠিত শ্রমিকদের মর্যাদা ও প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার দাবি জানান এবং সেই সঙ্গে পোষ্ট অফিসের সমস্ত গ্রাহক সহ সাধারন মানুষজনের সমর্থন কমনা করেন।

বৃত্তি পরীক্ষা

প্রথমপাতার পর...

পর্ষদের বনগাঁ আঞ্চলিক কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা ও সহ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শ্রী ভাস্কর মুখার্জি বলেন, শিক্ষার বিস্তার ছাড়া সমাজের অগ্রগতির বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই আমাদের লক্ষ্য শিশুকাল থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়া সম্পর্কে উৎসাহ তৈরী করা। আর প্রাথমিক স্তরে একবার সেই উৎসাহ তৈরী হলে, সেই ছাত্র ছাত্রী জীবনে সফল হবেই। তাই তিনি অভিভাবকদের বলেন, আপনারাও নিজেদের ঘরে ছেলেমেয়েদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ জায়গাগুলোকে তিনি উল্লেখ করেন। সেই আলোচনায় অন্যান্য বক্তারাও নিজেদের মতামত জানান।

সেবার সহিত্য সভায় কবি সম্মেলন, গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৪৬ তম মাসিক সাহিত্য সভায় অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান সংস্থা গোবরডাঙা রেনেসাঁস এর সভাপতি ড. সুনীল বিশ্বাস ও মহিলা কবি হাবড়ার টুলু সেনকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমিতির পক্ষে সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ও কর্মী প্রতিমা চক্রবর্তী গুনীজন দুজনের হাতে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় মানপত্র ও স্মারক উপহার অনুষ্ঠিত সভায় এদিন বিশিষ্ট কবি গোপাল পাত্র প্রনীত ' গোধুলি আলোয়' গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বর্ষিয়ান কবি সুবোধ ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক ড. অমৃতলাল রচিত বনলতার দেশে গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজারা। মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গোবরডাঙা গবেষনা পরিষদের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ ও প্রবীণ সাংবাদিক ও আশোকনগর প্রেস ইত্যাদি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এই সাহিত্য সভার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার। শুরুতেই জন্ম মাসে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যসাগর এর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন সমীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্য ক্লাবের সভাপতি প্রলয় দত্ত। সকলেই সাহিত্য চর্চা ও প্রসারে সেবা ফার্মাস সমিতির এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিনের কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগন স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সাধনা মজুমদার, পলাশ মণ্ডল ও রুমা সাহা। আগমনী গান গান বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কেয়া দেবনাথ। সঞ্চালক পাঁচুগোপাল হাজারার পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলন বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বাণীপুর সুন্দরম

প্রথমপাতার পর...

যোগ্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সুজিত কর্মকারের ৩৫ বৎসরেরও অধিক কাল নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাণীপুর সুন্দরম এর সুনাম বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

শেতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান নৃত্য শিক্ষার জগতে আজ উচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

প্রথিত যশা নৃত্য শিক্ষক সুজিত বাবু একাধারে কোরিওগ্রাফার ও পারফর্মার, জি বাংলা ছাড়াও ইটিভি, এশিয়ান টি ভিতে (বাংলাদেশ) অনুষ্ঠান করে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছতা হি সেবা প্রকল্পে সাফাই অভিযান দিকে দিকে

নীরেশ ভৌমিক ঃ জাতির জনক মহাত্মাগান্ধীর জন্মদিনের প্রাক্কালে সাফাই অভিযানের ডাক দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এরাজ্যের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, ক্লাব, সংগঠন, এমনকি নাট্যদলগুলোও স্বচ্ছভারত কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

মহাত্মাজীর জন্মদিনের প্রাক্কালে বনগ্রাম মহকুমা আদালত চত্বরে সাফাই অভিযানে নামেন আইনজীবী ও ল'ক্লার্কগণ। যৌথবারের সভাপতি বর্ষিয়ান আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহা জানান, সাফাই অভিযানে কয়েকজন বিচারপতিও অংশ নেন।

পয়লা অক্টোবর সকালেই বনগাঁর প্রধান ডাকঘরের পোষ্ট মাস্টার পিয়ালী ঘোষের নেতৃত্বে পোষ্ট অফিসের কর্মীগন এলেকায় সাফাই অভিযানে নামেন। অন্যান্যদের সাথে স্বচ্ছভারত অভিযানে অংশ গ্রহন করেন নবনিযুক্ত কর্মী নীলোৎপল ভৌমিক। এদিন সকালে চাঁদপাড়া ষ্টেশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ষ্টেশন মাষ্টার রিঙ্কু সাহার উদ্যোগে চাঁদপাড়া ষ্টেশন চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন রেলকর্মীগণ।

মছলন্দপুর ষ্টেশন এলাকায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ইমন মাইন সেন্টারের কর্নধার ধীরাজ হাওলাদারের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যগণ ষ্টেশন এলাকায় সাফাই অভিযানে নামেন। সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে এই অভিযানে অংশ নেন ষ্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট বিভূতি বিশ্বাস। সকল মিলে ১ ঘন্টা যাবৎ এলেকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

অক্টোবরের প্রথম দিনটিতে গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের আবাসিক পড়ুয়াগণ শিক্ষক ও সমাজ কর্মী শংকর নাথের নেতৃত্ব দেশের প্রধান মন্ত্রীর আহ্বানে স্বচ্ছভারত অভিযানে নামেন আশ্রম প্রাঙ্গন সহ এলেকার রাস্তার দুপাশের জঙ্গল আগাছা পরিষ্কার করেন। আশ্রমের আবাসিক ছাত্রদের সাথে সাফাই অভিযানে যোগ দেন গাইঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি মনিমেলার সদস্যগণ ও গোবরডাঙা পোষ্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার ত্রিদীব মন্ডলের নেতৃত্ব সহকর্মীগণ অফিস পার্শ্বস্থ চত্বরে সাফাই অভিযানে অংশ গ্রহন করেন। অন্যদিকে গোবরডাঙার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা ও নাবিক নাট্যম এর সদস্য নাট্যকর্মীগণ স্বচ্ছতা হি সেবা প্রকল্পে যোগ দিয়ে সাফাই অভিযানে অংশ নেন।

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

মো ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

চাঁদপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২ অক্টোবর সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় চাঁদপাড়া এলেকার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাঁদাপড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব।

শোভা যাত্রায় ফ্লেক্স, ফেস্টুন, রঙ- বেরঙের বেলুন, বিভিন্ন মনীষীর সাজে বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা, খুদে ফুটবলারা আদিবাসীদের নৃত্য ও ঠাকুরনগর হাই স্কুলের এন সি সি ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ মিছিলকে আকর্ষনীয় করে তোলে। পদযাত্রা শেষে বিদ্যালয় অঙ্গনে পতাকা উত্তোলন করেন ভার প্রাপ্ত শিক্ষক অসিত মণ্ডল। অপরাহ্নে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা মীরা বালা, ঢাকুরিয়া সৌদামিনী পাঠশালার প্রধান শিক্ষিকা কাকলি ঘোষ, সমাজ কর্মী ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মনতোষ সাহা, প্রবীর রায়, তরুন সাহা, ছিলেন জমিদাতা প্রয়াত প্রফুল্ল বিশ্বাস এর পুত্র তরুন কান্তি বিশ্বাস, বিদ্যলয়ের প্রাক্তণ ছাত্র সুভাষ সাহা, তপন বল প্রমুখ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দাবি মেনে তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বিদ্যালয়ে একটি স্মার্ট ক্লাস রুম নির্মানের কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক স্বপন মজুমদার সকলে তাঁকে স্বাগত জানান এবং করতালিতে ধন্য করেন। ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল, নূপুর নৃত্যকলা কেন্দ্রের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান, শিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী পরিবেশিত জাদু প্রদর্শনী, বিজ্ঞান মঞ্চের কুসংস্কার বিরোধী ও শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠান, পরদিন বন ফাউন্ডেসানের পরিবেশ ও সর্প বিষয়ে সচেতনামূলক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি, যোগাসন প্রদর্শনী, নাটক সাতমার পালোয়ান, ছিল চক্রের আন্তঃ বিদ্যালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন। উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবিধির প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,১ শিক্ষক নেতৃত্ব স্বপন পাঠক ও বিদ্যালয়ের পূর্বতর প্রধান শিক্ষক অশোক পাইক প্রমুখ।

গণদর্পন এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগর জয়ন্তীতে নাট্যানুষ্ঠান চৌগাছা হাই স্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ পরাধীন ভারত শিক্ষার প্রসার বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে যার আবদান অপরিসীম সেই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেন গাইঘাটা ব্লকের চৌগাছা মডেল একাডেমীর শিক্ষক শিক্ষার্থীগন।

স্থানীয় গণদর্পন নাট্য সংস্থার নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র মিলন কর্মকার রচিত ও নির্দেশিত নাটক বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের উপর রচিত নাটকটি মিলন বাবুরই লেখা। মিলন বাবুর উদ্যোগে ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর চক্রবর্তীর সহযোগিতায় গণদর্পন নাট্য সংস্থা আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠিত এক নাট্যকর্মশালয় নাটকটি প্রস্তুত হয়। বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে দশম শ্রেনির জনা ত্রিশ শিক্ষার্থী নাটকটিতে অভিনয় করে। ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন সকল শিক্ষক- শিক্ষার্থীগণ। শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপন ও বিধবা বিবাহ প্রচলন সহ সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক শ্রী চক্রবর্তী সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

পড়ুয়াগন পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চস্থ হয় বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের উপর রচিত নাটকটি যা সমবেত শিক্ষক শিক্ষার্থীগণের প্রশংসা লাভ করে। পৌনে এক ঘন্টার নাটকটিতে শিক্ষার্থীগণ দারুন অভিনয় করেন। মিলন কর্মকারের নির্দেশনায় সমগ্র উপস্থিপনাটি উপস্থিত সকল দর্শকের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়।

নৃত্যের জগতে সাড়া ফেলেছে বাণীপুর সুন্দরম

সমর বিশ্বাস ঃ রাজ্যের অসংখ্য নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হাবড়ার বাণীপুর সুন্দরম ডান্স ইনস্টিটিউশন। সকল বয়সেরই পুরুষ ও মহিলাদের নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। আগ্রহী নৃত্য শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের দরজা সবসময়ই খোলা।

সংস্থার প্রানপুরুষ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক সুজিত কর্মকার বলেন, আগ্রহীদের নৃত্যশিক্ষায় পারদর্শী করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। একাধারে শাস্ত্রীয় ও সৃজনশীল নৃত্যের ধারাক ও বাহক কত্থক নৃত্য শিক্ষিকা নৃত্যের শিক্ষাদেন অনিতা মল্লিক, আর সৃজন শীল নৃত্যের প্রশিক্ষন প্রদান করেন স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী তনুশী শংকর। তৃতীয় পাতায়...

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**